এই পরিষেবা মূলত কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক মুদ্রণযোগ্য মাসিক তথ্য পরিষেবা। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, বাংলাদেশ সহ বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের দুই শতাধিক পত্রপত্রিকা এই তথ্য প্রকাশ করে। বার্ষিক চাঁদা দিয়ে গবেষক, ছাত্র, সাংবাদিক, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সহ আগ্রহীরা গ্রাহক হতে পারেন।

সংবাদ পরিষেবা

জুলাই ২০১৩

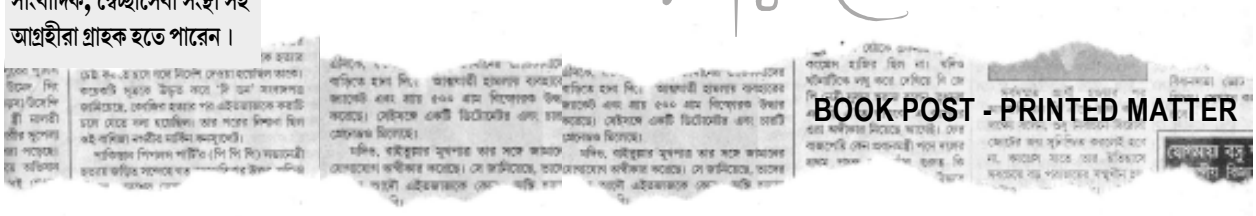

কী বিপদ !

১৯/০১

যুক্তরাজ্য ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য আধিকারিকরা বলছেন, ব্যাক্টেরিয়া ক্রমেই ওষুধ প্রতিরোধী হয়ে উঠছে। তাঁদের মতে, ব্যাক্টেরিয়া সন্ত্রাসবাদ ও জলবায়ু পরিবর্তনের সমান বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। তাঁরা বলছেন, ব্যাক্টেরিয়া অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ প্রতিরোধী হওয়ার ফলে দিন দিন নানা রোগের চিকিৎসা আরো কঠিন হয়ে পড়ছে। চিকিৎসাধীন রোগী বিশেষত অপারেশনের সময় নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। তাঁরা বলছেন,ওষুধ কোম্পানি ও চিকিৎসক এই সমস্যার জন্য দায়ী। দায়ী নাকি সাধারণ মানুষও।

নারী নিগ্রহ

১৯/০২

বিশ্বায়নের দরুন যে পরিবর্তন, এশিয়া মহাদেশে নারীর উপর তার প্রভাব। প্রভাব পুরুষের তুলনায় বহুলাংশে বেশি। বাড়তি আয়ের জন্য ঘরের কাজ ছাড়াও নারী এখন বাইরে ছুটছে। কর্মক্ষেত্রেও নারী বেশি শোষিত, কারণ নারী শ্রম সস্তা। তাদের যখন খুশি নিয়োগ এবং ছাঁটাই করা যায়। বিপজ্জনক শিল্পে তাদের কাজ করতে হয় দীর্ঘসময় এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে।

মানুষের মতো ?

১৯/০৩

ই-লাইফ পত্রিকার এক গবেষণা বলছে, রাতের বেলায় সূর্যালোক থেকে শক্তি না পাওয়ায় গাছের খাদ্যে টান পড়ে। খাদ্যাভাব মেটাতে তারা হিসাব করে শর্করা খরচ করে। রাতে পাতায় এর পরিমাণ গাছ মাপতে পারে।

মহাত্মার দেশে

১৯/০৪

জিন বীজের আক্রমণ থেকে দেশী বীজ বাঁচাতে গুজরাটের পাঁচশোরও বেশি জৈব চাষি ব্যক্তিগত বীজ ভাণ্ডার গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। তাদের মতে, এর ফলে তাদের চাষের খরচ কমবে। অর্গানিক ফার্মিং অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার সভাপতি সর্বদমন প্যাটেল-এর মতে, জৈব বীজ যে শুধু চাষের খরচ কমাবে তাই নয়, এ ক্ষেত্রে বাড়তি লাভ সুস্বাস্থ্য ও ফলন বৃদ্ধি।

আর কত ?

১৯/০৫

বহু পাখি, উভচর ও প্রবালের আগামীদিনে অস্তিত্বের সংকট দেখা দেবে। অথচ সংরক্ষণ পরিকল্পনায় এদের বাদ দেওয়া হয়েছে। মোটামুটি ৪১ শতাংশ পাখি, ২৯ শতাংশ উভচর ও ২২ শতাংশ প্রবাল জলবায়ু পরিবর্তনের শিকার হবে।

ধৈর্যের বাঁধ...

১৯/০৬

দ্রোন বা স্ক্রী-নদীর উপর অসম সরকারের বাঁধ-নির্মাণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। স্থান, পশ্চিম খামি পাহাড়ের মাইরাং। প্রতিবাদে

উত্তর-পূর্বের সমস্ত রাজ্যের বাঁধ-বিরোধীরা। তাদের মত, উত্তর-পূর্বাঞ্চল জুড়ে একের পর এক বাঁধ নির্মাণ সমগ্র এলাকার বাস্তুতন্ত্রকেও বিপন্ন করে তুলছে। গৃহহীন হয়ে পড়ছে হাজার হাজার মানুষ। উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে ভারতের 'পাওয়ার হাউস' বলার অর্থ, অদূর ভবিষ্যতে এখানে তৈরি হতে চলেছে আরও বড় বড় বাঁধ।

অবাঁধ রাজত্ব ?

১৯/০৭

বড় ও মাঝারি বাঁধের বিকল্প ছোট বাঁধ ও পরিবেশ-অনুকূল নয়। বলছেন বিশেষজ্ঞরা। উত্তরাখন্ডে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য অসংখ্য ছোট বাঁধ। ফলে সেখানকার বাস্তুতন্ত্র বিপন্ন। ভূমিক্ষয় ও স্থানীয় উদ্ভিদ-প্রাণ বৈচিত্র নষ্ট হওয়ার জন্য ছোট বাঁধ বড় ও মাঝারি বাঁধের মতো সমান দায়ী।

ভূমি-বন

১৯/০৮

দেশে প্রতিদিন ১৩৫ হেক্টর বনভূমি সাফ। বলছে বন ও পরিবেশ মন্ত্রক। খনি, তাপ-জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র ও শিল্প স্থাপনে সরকারি ও ব্যক্তি উদ্যোগের হাতে বনভূমি তুলে দেওয়া হচ্ছে। পরিবেশ রক্ষার সংগঠন কল্পবৃক্ষের ক্ষোভ, ধারাবাহিকভাবে অরণ্যের পরিমাণ কমতে থাকলেও সরকার বলছে দেশে সবুজের আয়তন বাড়ছে।

মরে যাব ?

১৯/০৯

জাপানের বিজ্ঞানীরা বলছেন, চলতি শতকে জলবায়ু বদলের ফলে গঙ্গা, নীলনদ ও আমাজনে বন্যার তীব্রতা বাড়বে। প্রায় প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ মানুষ বন্যার কবলে পড়ে। এই সতর্কবার্তা বিপর্যয় মোকাবিলার আগাম সুযোগ দেবে। তবে শুধু এই নদীগুলি নয়, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, মধ্য আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার একটা বড় অংশে এই শতকে বন্যা বাড়বে।

মহামারী ?

১৯/১০

পৃথিবীর জনসংখ্যার প্রতি দশজনের একজনের বাস, জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাবিত এলাকায়। সেই পরিবর্তনে ক্ষতি শস্যোৎপাদন, জল, বাস্তুতন্ত্র ও স্বাস্থ্যের। এইসব এলাকার সিংহভাগ দক্ষিণ আমাজনসহ দক্ষিণ ইউরোপে।

দর্পচূর্ণ

১৯/১১

ওয়ালমার্টের ক্ষতিপূরণ। ক্ষতিপূরণ আমেরিকায়। ক্ষতিপূরণ ১১০ মিলিয়নের। ওয়ালমার্ট ওখানে জল আইন লঙ্ঘন করেছে। ওয়ালমার্ট ক্ষতিকর পদার্থ তাদের দোকানগুলোয় জমিয়েছে। আবার ওয়ালমার্ট লঙ্ঘন করেছে ওখানকার কীটনাশক-আগাছানাশক আইনও।

মার্কিন বিচারবিভাগ ও পরিবেশ রক্ষাকরণ ওয়ালমার্টের বিরুদ্ধে তিন ফৌজদারি ও এক দেওয়ানি মামলা করেছে। এইসব মিলে ক্ষতিপূরণ ৮১.৬ মিলিয়ন। সঙ্গে যোগ হয়েছে আগের মামলার অনাদায়ী অংশ।

শারদ উপহার !

১৯/১২

দেশজ উদ্ভিদ বৈচিত্র রক্ষার স্বীকৃতি। স্বীকৃতি কৃষি মন্ত্রকের। প্রাপক দেশের চার কৃষক দল আর ১০ কৃষক। দল প্রতি এজন্য প্রাপ্তি ১০ লাখ ও কৃষক প্রতি ১ লাখ টাকা। এই স্বীকৃতির পেছনে প্রোটেকশন অফ প্ল্যান্ট ভ্যারাইটিজ অ্যান্ড ফার্মার্জ রাইট অথরিটি। চার কৃষকদলের ভেতর আছে মহারাষ্ট্র সিড সেভার ফার্মার্জ গ্রুপ, অন্ধ্রপ্রদেশের সঞ্জিবিনি ডেভলপমেন্ট সোসাইটি। ডি পাওলি উইমেনস সেল্ফ হেল্প গ্রুপ, তামিলনাড়ু এবং কেরলের আকামপদাম চিম্পাচালন পুঞ্চাক্কাদু পদসেখর সমিতি। আর দশ কৃষকের ভেতর মনিপুর, রাজস্থান, কেরল, কর্ণাটক, উত্তরপ্রদেশসহ বাংলার কৃষকও আছে। বাংলার কৃষকের নাম প্রভাতরঞ্জন দে বাড়ি পানপারা-নদীয়া, প্রযত্নে উষাগ্রাম ট্রাস্ট।

বিষতীর

১৯/১৩

আমেরিকায় শূকর-গরু জিনশস্যজাত পশুখাদ্য খাওয়ায়, ওখানে গোপালক ও শূকর পালকদের ব্যাবসার ক্ষতি। তারা বলছে, এই পশুখাদ্য খেয়ে পশু দুর্বল হয়ে পড়ছে, গরু মৃত বাছুর প্রসব করছে, বাছুরের বৃদ্ধিও ভালো হচ্ছে না, গরু অকারণে ক্ষেপে উঠছে। এইসব কথা উঠে এসেছে Genetic Roulette The Gamble of our lives ছবিতে। ছবিটা বানিয়েছে

পুনঃমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

লুইজিয়ানার নিউ অর্লিয়েন্সের্ গাল্ফ কোস্ট বেয়ার ফুট ডক্টরস সংগঠন।

কমলা সমস্যা ১৯/১৪

ভিয়েতনাম যুদ্ধে এজেন্ট অরেঞ্জ আক্রান্তদের ক্ষতিপূরণ। ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দক্ষিণ কোরিয়ার শীর্ষ আদালতের। নির্দেশ, এজেন্ট অরেঞ্জ উৎপাদক ডাও ও মনস্যান্টোকে।

যুদ্ধে এজেন্ট অরেঞ্জে ক্ষতিগ্রস্ত ৩৯ কোরিয়াবাসী। এই ৩৯ জনের গায়ে এখন ভয়ানক চর্মরোগ। আদালত বলছে, এজেন্ট অরেঞ্জের সঙ্গে এই চর্মরোগের কার্যকারণ যোগ আছে। আদালত ক্ষতিপূরণ বাবদ ৪৬৬ মিলিয়ন ধার্য করেছে। ডাও এই নির্দেশ মানছে না। ডাও বলছে, এর পক্ষে উপযুক্ত সাক্ষ্য নেই।

মনিটরিং ১৯/১৫

দেশের পরিবেশ নিয়ে কম্পিউটার তথ্যপঞ্জী। উদ্যোগে মাধব গ্যাডগিল। পরিবেশ নিয়ে তথ্য বেরোবে উইকিপিডিয়ায়। পাঠক সেই তথ্যে তথ্য যোগ করবেন, প্রয়োজনে তথ্য সংশোধন করবে। এই কাজ শুরু হবে কেরলে। তারপর ধীরে ধীরে সারা দেশে।

সমী রণ ১৯/১৬

মুম্বইয়ের বাতাসে বেশ দূষণ। এমন বলছেন ৯৯ শতাংশ মুম্বইবাসী। ফলে মুম্বইয়ে ঘরে ঘরে শ্বাসকষ্টজনিত নানা রোগ, হাঁপানি ও ফুসফুসের ক্যান্সার বাড়ছে। আবার ওখানে ভূজল তলও নাকি গত পাঁচ বছরে বেশ নেমেছে। এমন বলছেন ৪২ শতাংশ মুম্বইবাসী। ভূজল স্তরের তথ্য এল টেরির এক সমীক্ষা থেকে।

ধী বর! ১৯/১৭

কেরলে ধীবর-গ্রাম প্রকল্প। এর জন্য নেওয়া হয়েছে ২৫ গ্রাম। এই ২৫ গ্রামে জীবিকা ও স্বাস্থ্যবিধান-এর জন্য পানীয় জল, বিদ্যুৎ, গ্রন্থাগার পরিষেবা ও নগদ অর্থ-সহযোগ-এর ব্যবস্থা হবে। প্রকল্পটি ২০১৩-১৪ অর্থবর্ষের জন্য। এই ২৫ গ্রাম হল পারুথিয়ুব, পুনথুরা, পথুকুরিচি, ভিজহিনজম, ভেত্তুর, থাঙ্গাশ্শেরি, সকথিকুনাঙ্গারা, পুরাক্কাদ, কাতুর পালিথরু দক্ষিণ, পালিথরু উত্তর,অরথুনকল, কুম্বলেম, উদয়মপেরুর, পালিপুরম, ভাদাক্কেকারা, এদাক্কাঝিয়ুব, কাদাপ্পুরম, পরাভান্না, আরিয়ালুর, কোয়নারিডি, ইলাথুর, চলিল গোপালপেট্টা, কোট্টিকুলম, বাঙ্গারা মঞ্জেসরম ও টাঙ্গু।

কাগজের হাতী ১৯/১৮

প্রধান প্রধান ও সবচেয়ে বিপন্ন বন্যপ্রাণের মানচিত্র। মানচিত্রে জোর স্তন্যপায়ী ও উভচরে। দেখা যাচ্ছে, বিশ্ব অরণ্যের সামান্যই সুরক্ষিত। ভারতের গঙ্গার শুশুক, পালিফ্রগ ও এশীয় হাতি মানচিত্রে ঠাঁই পেয়েছে।

শুটিং ১৯/১৯

ত্রিপুরায় ব্যাম্বু শুটের বাজার। ব্যাম্বু শুট প্যাক করে হোটেলে সরবরাহ। ব্যাম্বু শুট থেকে উপাদেয় খাবার হয়। দেশে বিদেশে বড় হোটেলে তার বেশ চাহিদা। উদ্যোগটির পেছনে ত্রিপুরা ব্যাম্বু মিশন। ব্যাম্বু শুটের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। তাই মিশন ওখানে বাঁশ চাষের জমি বাড়াচ্ছে। জমি বাড়ছে ৫০,০০০ হেক্টরের মতো।

বাঘের সঙ্গে... ১৯/২০

কর্ণাটকে বাঘ রক্ষায় কম্পিউটার। কর্ণাটকের বিলগিরি রঙ্গস্বামী টাইগার রিজার্ভে এসব হচ্ছে। ব্যবহার হচ্ছে জিপিএসের ব্যবহার হচ্ছে। ক্যামেরা নজরদারি, সেল ফোন, ল্যাপটক ও সৌরশক্তির। এই উদ্যোগের নাম হুলি প্রকল্প। কম্পিউটার-নির্ভর বাঘ তদারকির এই উদ্যোগ দেশে নতুন দিশা।

পুনঃমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

তোফা !

১৯/২১

দেশে জৈব শস্য-সবজির চাহিদা বৃদ্ধি। বেশি বিক্রি সবজির। সবজি বিক্রির হার ৬৮ শতাংশ। তারপর আছে ফল, ফল বিক্রির হার ৫২ শতাংশ। তারপর জৈব ডাল ও দুধ। জৈব ডালের বিক্রি ৫১ শতাংশ আর দুধ ৪৫ শতাংশ। প্যাকেট খাবার, চা ও অন্য পানীয়ের ক্ষেত্রেও জৈব ফলনের দিকে ঝোঁক বাড়ছে। এইসব বেরিয়ে এসেছে, অ্যাসোচ্যামের এক সমীক্ষায়।

গরমে ঠান্ডায়

১৯/২২

পানীয় জল সরবরাহ বেসরকারিকরণের প্রতিবাদ। প্রতিবাদ হিমাচল প্রদেশের সিমলায়। প্রতিবাদমঞ্চ, সিমলা নাগরিক সভা। সভা পুরসভাকে এই কাজ না করার হুমকি দিয়েছে। বলছে, সরকার এই কাজ করলে সংগঠনের পক্ষে সংগঠিত-ধারাবাহিক প্রতিবাদ হবে।

এগোচ্ছে...

১৯/২৩

ব্রহ্মপুত্র পারে জৈবচাষ। জায়গাটি আসামের বিহাগুর ও তার আশপাশ। এখানে চাষ জৈব শস্য-সবজির। বিহাগুরির জেলা সোনিতপুর, মহকুমা তেজপুর, বিহাগুরা ৫২ নং জাতীয় সড়কের ধারে।

এখানে এই চাষ বেশ কয়বছর। এখানে ফলন রবিতে। ফলন আলু-বেগুন, টমেটো, কুমড়ো, মটরশুঁটি, পেঁয়াজ, রসুন, সরষে ও মসুরের।

ন তু ন | ব ই

সবজিবাগান বইটি আমরা প্রকাশ করলাম। উঠোনে সবজি-বোনা বা চালে লাউ লতিয়ে দেওয়া বাংলার এক দীর্ঘ লালিত অভ্যাস। কিন্তু গত কয়েক দশকে এই চর্চা বেশ দূরে সরেছে। বিজাতীয় অর্থনীতি সকলকে বাজারমুখী করেছে। আমাদের বই সেই অভ্যাসকে ফিরিয়ে আনতে।

বইতে ফলন্ত সবজিবাগানের জন্য মাটির যত্ন, ঋতু-অনুগ সবজি, সার-সেচ-সাশ্রয়, পুষ্টিগুণ, সবজি-পরিবার ইত্যাদি আমরা সবিস্তারে সাজিয়েছি। সুলভে বিষমুক্ত ফলন পেতে এই পাঠ-বিস্তার আশাকরি আগ্রহীজনের সহায়ক হবে।

গ্রাম-শহর সর্বত্র এরপর যদি সবজিবাগান নিয়ে কণামাত্র আগ্রহেরও সঞ্চার হয়, তবেই আমাদের এই প্রয়াস সার্থকতা পাবে।

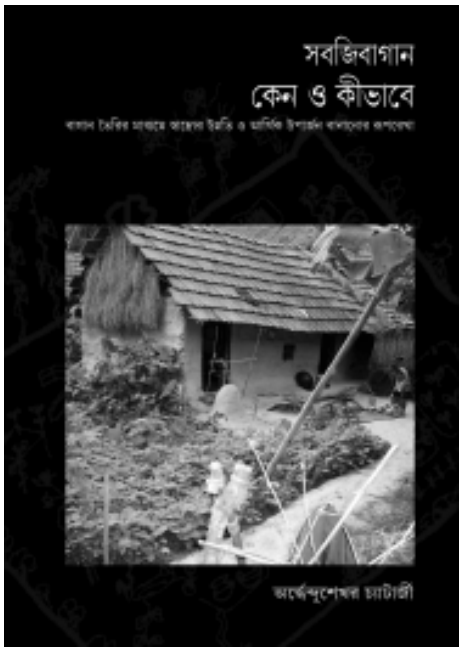

১/১৬ ডিমাই সাইজে হোয়াইটপ্রিন্ট কাগজে ছাপা। পাতা সংখ্যা, ৪৫ পাতা, দাম ১৫ টাকা।

ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, কসবা, বোসপুকুর, কলকাতা ৭০০ ০৪২, **দূরভাষ** | ২৪৪২ ৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৭০০ ০৪২, ফোন ২৪৪২৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬, গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক-৫০ টাকা (সডাক)
সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস - শিপ্রা দাস, রূপায়ণ - অভিজিত দাস
সম্পাদক - সুব্রত কুণ্ডু